WBCS (Main) Exam Paper – I Practice Set

1. নিজের পরিচয় বিবৃত না করে নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বিষয়ে আপনার অভিমত কোনো বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে পত্রাকারে পেশ করুন। 40

(ক) অনলাইন গেমের প্রভাব। অ্যাচিভার্স

(খ) সারা দেশে জরুরি কোভিড টিকার বাস্তবায়ন।

(গ) তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে জনজীবনে প্রভাব।

2. কোভিড প্রেক্ষাপটে কালো ছত্রাকের প্রভাব বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন (২০০ শব্দের মধ্যে লিখতে হবে)। 40

3. নিম্নলিখিত অংশের সারমর্ম লিখুন। 40

যিনি সর্বজগ্‌দগত ভূমা— তাঁকে উপলব্ধি করার সাধনায় এমন উপদেশ পাওয়া যায় যে, 'লোকালয় ত্যাগ করো, গুহাগহ্বরে যাও, নিজের সত্তাসীমাকে বিলুপ্ত করে অসীমে অন্তর্হিত হও।' এই সাধনা সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার অধিকার আমার নেই। অন্তত আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার মূল কথাটা হচ্ছে এই, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্র আছে— তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হবার কথা কেউ যদি বলেন, তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা আমার বুদ্ধি মানব-বুদ্ধি, আমার হৃদয় মানব-হৃদয়, আমার কল্পনা মানব-কল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানব বুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তা-ও মানব চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা, কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে কিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন? অ্যাচিভার্স

4. অনুচ্ছেদটি পাঠ করে তা থেকে গৃহীত প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লিখুন। (8+10+12+10) = 40

বিশ্বমানবের অগ্রগতির সাহায্যের জন্য মাঝে মাঝে এক একজন লোক আসেন, যাঁরা একাধারে মানুষের সকল দিকে সকল পরিণতির আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে সেই রকম একটি মানুষ। যে অসীমতার তৃষ্ণা মানুষের এই অগ্রগমনের সাথী ও পথ প্রদর্শক রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্য দিয়ে তা আমাদের সাহিত্যে সর্বপ্রথম একটি মৌলিক রূপ ধরে দেখা দিয়েছে। এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের দেশের লেখকের উৎকর্ষতার পরিচয় দিতে হলে প্রতীচীর সেই শ্রেণির লেখককে মাপকাঠি রূপে ব্যবহার করা হত—এইটাই ছিল সাহিত্যে তাঁদের স্থান নির্ণয়ের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। তাই দেশবাসীরা বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার স্যার ওয়াল্টার স্কট, মধুসূদনকে বাংলার মিল্টন, কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বাংলার এমার্সন নামে অভিহিত করে। সাহিত্যে তাঁদের স্থান সুনিপুণভাবে নির্দিষ্ট করা হয়ে গিয়েছে ভেবে পরম আনন্দে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতেন। অ্যাচিভার্স

আমাদের সাহিত্যের এই পরমুখাপেক্ষী দাস মনোবৃত্তি দূর করলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার অমিত তেজে—তাঁর স্থান এ ধরনে নির্দেশ করতে কেউ সাহস করলে না— মানুষ সেখানে দিশাহারা হয়ে পড়ল, গত যুগের মাপকাঠির উপর আস্থা হারাল, তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল, তাঁরা নিশ্চিন্ত মুরুব্বি আনার সুরে তাঁকে বাংলার শৈলী কী বাংলার মেটারলিঙ্ক বলতে পারল না, রবীন্দ্রনাথ রয়ে গেলেন একটি unclassified phenomenon— অমুক শেলফের অমুক নম্বরের অমুক তাকে রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্দিষ্ট করা চলল না সহজে।

(ক) বিশ্বমানবের অগ্রগতিতে সকল পরিণতির আদর্শ কারা?

(খ) আমাদের দেশের লেখকদের উৎকর্ষতার পরিচয় দিতে প্রতীচীর লেখকদের মাপকাঠি ধরা হত কেন?

(গ) রবীন্দ্রনাথ কীভাবে আমাদের সাহিত্যের পরমুখাপেক্ষী দাসমনোবৃত্তি দূর করলেন? অ্যাচিভার্স

(ঘ) রবীন্দ্রনাথের স্থান কেন সহজে নির্দিষ্ট করা চলল না?

5. নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটির বঙ্গানুবাদ করুন। 40

The value of man's life is measured not by the number of years he has lived, but by the number of good deeds he has done. A man may live a longer life without doing any noble task for the good of the world. But such life is useless and such a man is forgotten as soon as he dies. But a man who does noble work for the benefit of mankind lives in the memory of the people even long after his death, through he may live a short life here. Great man like Jesus Christ, Shankaracharya and Vivekananda died young, but they are still remembered with great reverence on account of their noble deeds.

★★★

WBCS (Main) Exam Paper – I Practice Set

Answers with Explanation

1. (ক) মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,
আনন্দবাজার পত্রিকা,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০১ অ্যাচিভার্স

বিষয় : অনলাইন গেম সম্পর্কে সচেতনতা জরুরি

মহাশয়,

কোভিড-১৯ অতিমারীর মধ্যে সারা বিশ্বের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কার্যত ব্যাহত। অর্থনৈতিক ও মানসিক দিক থেকেও মানুষ উদ্বেগের মধ্যে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান আহরণের রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ। অনলাইন শিক্ষাকে বিকল্প মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এমন এক প্রেক্ষাপটে উঠতি বয়সী শিশু-কিশোর তরুণরা স্মার্টফোন এবং কম্পিউটারে অনলাইন ভিত্তিক গেমে আসক্ত হয়ে পড়ছে। যার তীব্রতা ছড়িয়ে পড়ছে শহর থেকে গঞ্জে। অ্যাচিভার্স

সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রতিদিন সকাল থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত বিশেষত কিশোররা ফাঁকা জায়গা, স্কুল মাঠ, চায়ের দোকানে একসাথে অনেকে বা একাকী কানে এয়ার ফোন লাগিয়ে মোবাইলে ভিডিও গেম খেলছে। ফ্রি ফায়ার, ব্যাটেল রয়্যাল, ব্লু হোয়েল, পাবজি সহ বহু জনপ্রিয় গেমে অতিমাত্রায় আসক্তির কারণে কিশোররা পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে অনেক হিংস্র গেম আছে যা কিশোরদের মনে হিংস্রতার সৃষ্টি করছে বা পরবর্তী জীবনে শিশু-কিশোরদের হিংস্র করে তুলতে পারে। তাছাড়া অতিমাত্রায় গেমের প্রতি আসক্তির কারণে পড়াশোনায় মনোযোগ হারাচ্ছে। সেই সাথে শারীরিক মানসিক রোগের কারণও হতে পারে। অ্যাচিভার্স

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অনলাইন গেম সম্পর্কে ঠিকমতো ধারণা না থাকায় অভিভাবকেরাও সন্তানের সঠিক খোঁজ-খবর রাখতে পারেন না। শিশু কিশোরদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রতিটি অভিভাবককে যত্নবান হতে হবে এবং স্মার্টফোন কিংবা ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ কমাতে হবে। নাহলে শিশু-কিশোরদের ভবিষ্যৎ জীবনে পড়বে সুদূরপ্রসারী প্রভাব।

ধন্যবাদান্তে—
XYZ
১৭ জুলাই, ২০২১

(খ) মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,
আনন্দবাজার পত্রিকা,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০১ অ্যাচিভার্স

বিষয় : সঠিক টিকানীতি গ্রহণ করা জরুরি

মহাশয়,

সারা বিশ্বে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ চলছে। করোনা সংক্রমণের নিরিখে ভারতবর্ষ বিপর্যস্ত দেশগুলির তালিকায় প্রথম সারিতে অবস্থান করছে। এমত অবস্থায় দেশের মানুষের কাছে কোভিড টিকা পৌঁছানো সবচেয়ে জরুরি। বিশ্বের বৃহত্তম টিকা প্রকল্প চলছে ভারতে। বিশ্বের বৃহত্তম টিকা উৎপাদক সংস্থা ও বৃহত্তম ওষুধ ও টিকা উৎপাদনের হাবও রয়েছে ভারতে। সরকারি উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় দেশের সব নাগরিককে টিকা দানের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য কিন্তু তা অস্বীকার করে রাজ্য ও জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, তা রাষ্ট্রের ব্যর্থতার নামান্তর হয়ে ওঠে। অ্যাচিভার্স

গত ১৬ জানুয়ারি থেকে টিকাকরণ শুরু হবার পর এখন পর্যন্ত ১২ কোটি ডোজ মানুষ পেয়েছেন। তার মধ্যে ১ কোটির কিছু বেশি মানুষ পেয়েছেন দুটি ডোজ। বাকিরা একটি ডোজ। দেশবাসীকে বিপদে রেখে এই সময়ের মধ্যে ৬ কোটির বেশি টিকা ৯০ টি দেশে রপ্তানি করা হয়েছে, তার মধ্যে অল্প কিছু বিনামূল্যে দান করা হয়েছে। যেখানে দেশের ১৪০ কোটি মানুষের মধ্যে আঠারো ঊর্ধ্বে ১০০ কোটি মানুষকে ২০০ কোটি ডোজ দিতে হবে, যেখানে টিকা রপ্তানি কোনো ভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। অ্যাচিভার্স

সরকারের ইতিবাচক টিকানীতি গ্রহণ করা জরুরি। সঙ্গে থাকতে হবে উৎপাদক সংস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ। দেশের সমস্ত জনগণের কথা চিন্তা করে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সমস্ত মানুষের কাছে টিকা পৌঁছাতে হবে। তা না হলে দেশের জনগণের একটা বড় অংশ ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি হবে। বৃহত্তর টিকাকরণ প্রকল্পকে সার্থক করে তুলতে হলে সব ভারতীয়দের কাছে টিকা পৌঁছানোর বিকল্প নেই।

ধন্যবাদান্তে—
XYZ
মে ২০২১

(গ) মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,
আজকাল,
৯৬, রাজা রামমোহন সরণি,
কলকাতা-৭০০০০৯

বিষয় : তেলের আকাশ ছোঁওয়া মূল্যবৃদ্ধি

মহাশয়,

অতিমারীর প্রেক্ষাপটে অর্থনীতির শোচনীয় অবস্থার মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত। স্বাভাবিক হিসাবেই সরকারের আয়ও কমেছে। এমন অবস্থায় পেট্রোল-ডিজেলের দাম বিরামহীনভাবে বেড়েই চলেছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রান্নার গ্যাসের মূল্য। তেলের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ক্ষোভ-বিক্ষোভকে উপেক্ষা করে সরকার তার রাজস্ব সংগ্রহের রাস্তাকে সঙ্কুচিত করছে না। ফলে সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে পড়ছে দুর্বিসহ। অ্যাচিভার্স

সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করে। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে আয়কর, কর্পোরেট কর। এগুলি মূলত ধনী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আয় বা মুনাফা থেকে সরাসরি আদায় হয়। অ্যাচিভার্স

দ্বিতীয়টি পরোক্ষ কর। এই কর সরাসরি মানুষের পকেট থেকে যায় না। চকোলেট বা দেশলাই যাই হোক প্রতিটি পণ্য-পরিষেবা মূল্যের সঙ্গে এই কর যুক্ত থাকে। এই কর আদায় হয় প্রতিটি নাগরিকের কাছ থেকে। জ্বালানির দাম যত বাড়বে স্বাভাবিকভাবে পরিবহন খরচও তত বাড়বে। সব পণ্য ও পরিষেবার মূল্য জ্বালানি তথা পরিবহন মূল্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সাম্প্রতিক কালে প্রায় সব জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির মূলে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি।

কোভিড পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত অর্থনীতিতে সরকারের আয় কমেছে। কিন্তু সরকার চালাতে গেলে একটা ন্যূনতম আয় দরকার। তেমনি এই বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসতে হলে নানা খাতে সরকারের বাড়তি খরচও দরকার। তাই কেন্দ্রীয় সরকার তেল থেকে কর আদায়কে আয়ের সহজ পথ হিসাবে বেছে নিয়েছে। অর্থনীতিবিদদের সাথে আলোচনা করে আয়ের বিকল্প পথ বার করতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রের কর কমিয়ে পেট্রোপণ্যের মূল্য হ্রাস করতে হবে। নাহলে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। অ্যাচিভার্স

ধন্যবাদান্তে—

XYZ

১৭ জুলাই, ২০২১

2. **কালো ছত্রাকের বিভীষিকা (ব্ল্যাক ফাঙ্গাস)**

করোনা মহামারীর ধাক্কায় এমনিতেই মানুষ অসহায়, ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে সংক্রমণ। প্রিয়জন হারানোর যন্ত্রণায় কাতর। এর মধ্যে কালো ছত্রাকের আগমন যেন জীবন্ত বিভীষিকা হয়ে মানুষের অসহায়ত্ব কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজ্য থেকে কালো ছত্রাকের সংক্রমণের কয়েক হাজার ঘটনার খবর জানা গেছে। তাতে মৃত্যুর সংখ্যাও শতাধিক। বাস্তবে এই সংখ্যা হবে আরও বেশি। কারণ এই রোগ সম্পর্কে মানুষ একেবারেই ওয়াকিবহাল নন এবং সচেতনতাও গড়ে ওঠেনি। ফলে রোগ চিহ্নিতকরণ বা চিকিৎসার আগেই অনেকে সুস্থ হচ্ছেন বা মারা যাচ্ছেন। উপযুক্ত চিকিৎসা পরিকাঠামোর মধ্যে চিকিৎসা না হওয়ায় রোগটিকে চিহ্নিত করার সুযোগই হয়নি। বিশেষ করে ছোট শহর মফঃস্বল, গ্রাম-গঞ্জে এই রোগকে চিহ্নিত করার বাস্তব অবস্থা তৈরি হয়নি। অ্যাচিভার্স

কালো ছত্রাকের আবির্ভাব করোনা ভাইরাসের মতো নতুন নয়; এই ছত্রাক পরিবেশের মধ্যেই আছে। কিন্তু মানুষের শরীরে আক্রমণ করার মতো অবস্থা ছিল না। করোনা অতিমারীর ভয়াবহতা সেই সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। যে শরীরে প্রতিরোধক ক্ষমতা যত কম, সেই শরীরই কালো ছত্রাকের আক্রমণের লক্ষ্য। মূলত চোখ, মস্তিষ্ক, ফুসফুসকে আক্রমণ করে এই ছত্রাক। ফলে অন্ধ হয়ে যাবার বা মৃত্যু হবার সম্ভাবনা সমূহ। এমন পরিস্থিতিতে কয়েকটি রাজ্য গুরুত্ব বুঝে এই রোগকে মহামারী রোগ আইনের আওতায় এনে এর মোকাবিলার উদ্যোগ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও সব রাজ্যকে সেই নির্দেশ দিয়েছে। অ্যাচিভার্স

করোনার দাপটে বিরাট সংখ্যক মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখানেই আঘাত হানছে এই ছত্রাক। যাদের সুগার, ফুসফুসের সমস্যা ও ক্যানসার আছে মূলত তারা বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন এই রোগে। তাই সাধারণ মানুষের সচেতনতার পাশাপাশি চিকিৎসকদের বিশেষ নজরদারি ও সতর্কতা জরুরি হয়ে পড়েছে। করোনার প্রকোপ কমলেও ছত্রাকের প্রকোপ কমবে না। অতএব গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো নতুন এক বিপন্নতার মধ্যে অসম লড়াইয়ে নামতে হবে। সাধারণ মানুষ থেকে সরকার— এখনই সচেতন না হলে করোনার মতোই বিনা চিকিৎসায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু দেখতে হবে। অ্যাচিভার্স

3. মানব-চৈতন্যে ব্রহ্মানন্দ বোধ মানব জীবনেই মানবিক মুক্তি সম্ভব। ভূমানন্দময় জগদীশ্বরকে লাভ করবার জন্যে জগৎ সংসারের বাইরে নির্জনে নিজের সত্তা-সীমা ত্যাগের উপদেশ দেন অনেকে। কিন্তু মানুষের আত্মায় তো বিশ্বাত্মারই উপস্থিতি। সেখানেই পরমেশ্বরের ভূমানন্দ স্বাদ লাভ করা যেতে পারে। মানব-বুদ্ধি, মানব হৃদয় ও মানব কল্পনায় বিজ্ঞানের মতো ব্রহ্মানন্দবোধও হবে মানবিক। তার বাইরের বিষয় মানুষের অনধিগম্য। মানুষের সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করে তার বাইরে মুক্তির অনুসন্ধান মানব-জন্মের ব্যর্থতাকেই প্রকটিত করে। অ্যাচিভার্স

বোধ পরীক্ষণ

4. (ক) মানুষ তার অক্লান্ত সাধনায় গড়ে তুলেছে সাধের সমাজ, রচনা করেছে অনবদ্য সামাজিক জীবন। তারই ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠেছে এক সুন্দর পৃথিবী। মানুষ বিশ্ববিধাতার মহত্তম সৃষ্টি, জীব জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। কর্মকুশলতা, জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা- মেধায় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব-এ বিশ্ববিধানের এক শাশ্বত সত্য। বিশ্বপিতার আমন্ত্রণে সকলে এসেছে নীল আকাশের নীচে, ধূলি মাটির আঙিনায়, সকলেই লালিত একই জল-বাতাসে। প্রত্যেকের ধমনীতে বইছে একই রক্ত প্রবাহ, সকলেই মানুষ। মনুষ্যত্বের আদর্শে সকলেই এক হলেও যুগে যুগে এমন অনেক মানুষ এসেছেন, যাঁরা এক পা বাড়িয়ে ভবিষ্যৎকে দেখেছেন। আপন মেধা-চিন্তা-

চেতনা-সৃষ্টিশীলতার দ্বারা সুন্দর পৃথিবী গড়ার পথ নির্দেশ দিয়ে গেছেন। স্রষ্টার জল-আলো-হাওয়ার সঞ্জীবনী সুধায় সকল মানুষের মাঝে লালিত পালিত হয়েও আপন প্রতিভায় মানবতার জয়গান গেয়েছেন, বিশ্ব মানবতার অগ্রগতির পথ নির্মাণ করে গেছেন। যাঁদের দেখানো পথে সুন্দর জীবন ও সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন রচনা করে মানুষ--- তারাই বিশ্ব-মানবের অগ্রগতির সকল পরিণতির আদর্শ।

(খ) সাহিত্যের প্রত্যক্ষ উপকরণ দেশকাল লব্ধ সমাজ ও সমাজের জীবন। কিন্তু সাহিত্যকে দেশকালের সীমাবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। তা স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশলের অপরূপ শিল্পিত রূপে সমকালের সীমারেখা অতিক্রম করে চিরকালের জগতে উত্তীর্ণ হয়। সেই সৃষ্টি হয়ে ওঠে সার্বজনীন, সর্বকালীন। ক্ষণকালের সৃষ্টি রূপ লাভ করে চিরকালের। যে সৃষ্টিতে নীরব সময় ও পরিবর্তমান সমাজ হয়ে থাকে মুখর। রবীন্দ্রনাথের আগে যে সমস্ত সাহিত্যিক আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের সাহিত্যে মৌলিকতার দিকটি ছিল অপ্রকট। কিন্তু একজন সাহিত্যিক হলেন দক্ষ মধুকর এবং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য হল এক মধুর পাত্র। সমাজ উপবনের বহু-বিচিত্র পুষ্পসম্ভার থেকে শিল্পী সাহিত্যিক তিল তিল করে মধু আহরণ করে তাঁর নিজের প্রতিভায় নবতর সৃষ্টির আনন্দে অপরূপ সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটান। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যে সর্বপ্রথম মৌলিকতার মধ্য দিয়ে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, বিরহ-মিলনের গীত রচনা করে গেছেন। যা তাঁর পূর্বের কোনো সাহিত্যিকের রচনায় দেখা যায় নি। তাই আমাদের দেশের লেখকদের উৎকর্ষতার পরিচয় দেওয়ার জন্য প্রতীচীর লেখকদের মাপকাঠি ধরা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। অ্যাচিভার্স

(গ) রবীন্দ্র প্রতিভা এক বিরাট বিস্ময়। শুধু কবি নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ রূপে তিনি সারা বিশ্বে সম্মানিত। মানব জীবনের এমন কোনো চিন্তা নেই, এমন কোনো ভাব নেই, যেখানে তিনি বিচরণ করেন নি। এক কথায় সর্বক্ষেত্রে তিনি নতুন নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে গেছেন সারাজীবন তাঁর সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে। সাহিত্যের সবকটি ধারায় অবাধে বিচরণ করে উৎকর্ষের পরিচয় দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। মানুষের সুখ-দুঃখ-আনন্দ বেদনার পালাগান রচনা করে গেছেন। তাঁর সৃষ্টিতে লুকিয়ে রয়েছে ব্যথা বিজয়ের প্রেরণা, প্রকৃত সত্যের সন্ধান, নির্ভুল পথের নির্দেশ। দুঃখ-দ্বন্দ্বময় পৃথিবীতে একমাত্র কল্পবৃক্ষ হয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের শীতল ছায়া দান করে যাচ্ছেন তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। কাব্য-সংগীতে তথা সমগ্র সৃষ্টিতে তিনি করে গেছেন সুন্দরের আরাধনা, মানবতার পূজা— যা অমোঘ আধুনিকতা নিয়ে যুগের দাবি মিটিয়ে চলেছে অবিরত। যে গভীর স্পর্শকাতরতা, যে নিবিড় বিশ্বাত্মাবোধ এবং যে স্থির ঈশ্বর চেতনা তাঁর কাব্য কবিতাকে নিবিড়ভাবে ধরে রেখেছে, তার সন্ধান পেতে গেলে রবীন্দ্র তীর্থে অবগাহন করতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ বাংলার হয়েও সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের তীর্থভূমি। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় প্রতিভা যে উচ্চতায় পৌঁছেছে তা বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে হয়। তাঁর এই প্রতিভার অমিত তেজে রবীন্দ্রনাথ পরমুখাপেক্ষী দাস মনোবৃত্তি দূর করে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিলেন। অ্যাচিভার্স

(ঘ) বাংলা সাহিত্যের বিস্ময় প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতিগুলিকে মানুষের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার ভাষায় রূপ দিয়েছেন। যা সর্বযুগের, সর্বকালের মানুষের কাছে হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে। যৌবনের প্রথম প্রভাতে তাঁর কাব্যের যে উৎসমুখ খুলে গিয়েছিল, তার মর্মরিত কলতানে ঝংকৃত হয়ে উঠল একের পর এক কাব্যগ্রন্থ। 'গীতাঞ্জলি'-র ইংরেজি অনুবাদের জন্য পেলেন 'নোবেল পুরস্কার।' বাংলার কবি হয়ে উঠলেন বিশ্বের কবি। শুধু কাব্যই নয়– ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, শিশু সাহিত্য, বিজ্ঞান রচনা, সমালোচনা, ভ্রমণ কাহিনি– সব বিভাগেই তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণার যোগফলেই বাংলা সাহিত্যের চরম সমুন্নতি। অসামান্য পারদর্শিতায় বিপুল ও বৈচিত্র্যময় সংগীত রচনা করে উপহার দিয়ে গেছেন সংগীত প্রিয় জাতিকে। যতদিন পৃথিবীতে প্রেম-প্রকৃতি-ঈশ্বর চেতনা-স্বদেশ চেতনা থাকবে ততদিন রবীন্দ্রসংগীতের মৃত্যু হবে না। সুন্দরের আরাধনায় রবীন্দ্রনাথ এক বিস্ময়। তাঁর প্রতিভা এতই দ্যুতিময় যে তাঁকে কোনো মাপকাঠিতেই বিচার করা চলে না সহজে।

5. মানুষের জীবনের মূল্য সে কত বছর বেঁচে থাকল তার দ্বারা নিরূপিত হয় না, নিরূপিত হয় সে কত সৎকর্ম করেছে তার দ্বারা। পৃথিবীর উপকারে লাগতে পারে এমন কিছু মহৎ কর্ম না করেও কোনো মানুষ দীর্ঘজীবী হতে পারে। এরূপ ব্যক্তির জীবন মূল্যহীন এবং তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তারা বিস্মৃত হয়। কিন্তু যে মানুষ মানবজাতির মঙ্গলের জন্য কাজ করে, সে স্বল্পজীবী হয়েও মানুষের স্মৃতিতে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। যিশুখ্রিস্ট, শঙ্করাচার্য এবং বিবেকানন্দের মতো মহাপুরুষেরা অল্প বয়সে মারা গেলেও তাঁদের মহৎ কর্মের জন্য এখনো তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

———★★★———